সারসংক্ষেপ

বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর সাতের দশক সমগ্র ভারতের সবচেয়ে বেশি ঘটনাবহুল সময়। এই সময়ের নানান গণ-আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বামপন্থীদের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা, ভূমিসংস্কার আইন, অপারেশন বর্গা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্যাপক ও বিপুল পরিবর্তন সূচিত করে। ফলে সত্তরের দশকে যে সমস্ত লেখকরা সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন, তাঁদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেকেই জীবন, জীবিকা ও অভিজ্ঞতা সূত্রে বেছে নেন এক একটি ক্ষেত্র। পাশাপাশি নিতান্ত রোমান্সসর্বস্ব কাহিনিবয়ন ছেড়ে মেধা-মননকে প্রাধান্য দিয়ে বিচিত্র বিষয়ে মনোযোগী হন। আমাদের আলোচ্য সত্তর দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় আখ্যানের কার্যকারণ সম্পর্ককে নস্যাৎ করেন। আখ্যানের সুডৌলতা, ঘটনার স্থান-কালগত ঐক্য, ঘটনার পারম্পর্যের ঐক্যের যে প্রচলিত ধারণা তা বর্জন করেন। সবরকম শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে, সুডৌল আখ্যানের সংস্কার ছেড়ে তাঁর সাহিত্য ভাবনা যাত্রা করে ছকহীনতার অনিশ্চিত সমুদ্রের দিকে। ছকমুক্ত উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনায় তাঁর সাহসী প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাঁর লেখনী এখনো প্রাণবন্ত, সক্রিয়।

কিন্নর রায়ের জন্ম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর কলকাতার চেতলায়। তাঁর লেখালিখির মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে বহু জিনিস উঠে আসে। সেই আহরণ বা সঞ্চয়কে একটা প্রেক্ষিত থেকে ধরে অন্য প্রেক্ষিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে। কিন্নর রায়ের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র লেখা হয়নি বললেই চলে। সুতরাং লেখককে আবিষ্কারের তাগিদ থেকে, তাঁর আখানের বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পেতে এই গবেষণাকর্মের অবতারণা। ‘কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে (১৯৮০-২০১৮) বহুমাত্রিক চেতনা’ এই শিরোনামে গবেষণা

অভিসন্দর্ভটি নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়। আলোচনার সুবিধার্থে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে অধ্যায়গুলি দেখে নেওয়া যাক—

প্রথম অধ্যায় : **লেখক পরিচয় ও লেখক ভাবনা**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ছবি**

তৃতীয় অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ**

চতুর্থ অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা**

পঞ্চম অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে ধর্ম প্রসঙ্গ ও ধর্ম জিজ্ঞাসা**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে জাদু-বাস্তবতার রূপায়ণ**

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয় কিন্নর রায়ের সামগ্রিক জীবনের ছবি। অর্থাৎ ষোলো-সতেরো বছর বয়সে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কীভাবে সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং একসময় তিনিই কেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে মন দেন লেখাপড়ায়, ঘুরে বেড়ান ভারতবর্ষের গ্রামে-গ্রামান্তরে, মেলায়-মেলায়, ঘাটে-ঘাটে। আসলে ভারতবর্ষকে জানার নেশায় তিনি দেশের গ্রাম-গ্রামান্তর সহ নানা জায়গা পরিভ্রমণ করেন ও প্রচুর বই পড়েন। ভারতবর্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং যেকোনো আখ্যানের ভারতীয়তা অর্থাৎ প্রাচ্যমুখীনতা তাঁকে আকৃষ্ট করে। এই অধ্যায়ে লেখকের জীবনের নানা রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যবোধ, মনোভাব এবং দার্শনিক জিজ্ঞাসা তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখকের সমকালীন আর্থ-সামাজিক ছবি অর্থাৎ খাদ্য সংকট, ভেঙে পড়া রেশনিং ব্যবস্থা, দুর্নীতি, নকশাল আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নকশালীয় সন্ত্রাস ও এরফলে মানুষের দুর্দশা, বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার ফলে গ্রামোন্নতি সহ ভূমিসংস্কার আইন, অপারেশন বর্গা আইন, বিশ্বায়নের প্রভাব, পুঁজিবাদের দাপট, সাধারণ মানুষের আর্থিক অবনতি, ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব, ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের বারবাড়ন্ত প্রকৃতি পরিবেশের বিপর্যস্ততা, বন্যপ্রাণী ও পাখিদের অস্তিত্ব সংকট, নদী বুজে

যাওয়া, সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর জীবন বা বিনোদন মাধ্যমের রমরমা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হয় কিন্নর রায়ের সাহিত্যে তাঁর সমকালীন আর্থিক ও সামাজিক দিক কতটা সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় কিন্নর রায়ের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে কোথায় কোথায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ রয়েছে ও রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে তিনি কোন ঘটনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন। যেমন তিনি বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং সত্তরের দশকে ছাত্রাবস্থায় নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হওয়ায় তাঁর লেখায় ঘুরেফিরে বামপন্থী রাজনীতির কথা, কমিউনিস্টদের কথা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেগেভারার কথা উঠে আসে। পাশাপাশি তাঁকে অনুসন্ধান করতে দেখা যায় নকশাল আন্দোলনের কারণ ও ব্যর্থতার। বিভিন্ন নকশালপন্থী নেতা তাঁর লেখায় চরিত্র হিসেবে উঠে আসে। এমনকি বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অবসানের কারণও তিনি অনুসন্ধান করেন তাঁর আখ্যানে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কিন্নর রায়ের পরিবেশ ভাবনাকে পাশ্চাত্যের যে ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্ব তার সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে তাঁর যে মনোভাব বা চিন্তাধারা— সেই চিন্তাধারাকে উপন্যাস ও ছোটোগল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। আসলে সনাতন ভারতীয় যে চিন্তা সেই চিন্তায় যে পরিবেশ ভাবনা আছে, সেই ভাবনারই একটা ধারাবাহিক ফসল তাঁর লেখা। তাঁর মনে হয় প্রকৃতিকে যদি রক্ষা না করা হয়, যদি গাছ না লাগিয়ে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধন করা হয় এবং পুকুর বুজিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা হয় তাহলে সামগ্রিক যে ইকোলজি সিস্টেম তা নষ্ট হয়ে যাবে। এই পুরো ব্যাপারটা তাঁকে প্রভাবিত করে বলেই তিনি তাঁর একের পর এক উপন্যাস ও ছোটোগল্পে জলসংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, গাছকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ব্যাপকহারে গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা দেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয় কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যের ধর্মীয় দিক। অর্থাৎ ধর্মকে তিনি কীভাবে দেখেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব— এর

থেকে উত্তরণের পথ কী বা ধর্ম আমাদের জীবনের অংশ কিনা তা নিয়ে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা রয়েছে, সেই জিজ্ঞাসাকে তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয় এই অধ্যায়ে। কিন্নর রায়ের কাছে ধর্ম হল এক অখণ্ড ভাবনার পরিমণ্ডল— যে পরিমণ্ডলের গভীরে নিহিত রয়েছে নানা ধরনের টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত, সম্প্রীতি, বিভেদ, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন। এই সমস্তটা নিয়েই তাঁর ধর্মযাত্রা। তাঁর কথাসাহিত্যে এই উপমহাদেশের ধর্মীয় টানাপোড়েন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ এবং সর্বোপরি ধর্ম নিয়ে অতিসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অনুভব লক্ষ করা যায়। কীভাবে ধর্ম কখনো কখনো মানুষের কাছে হয়ে ওঠে যুদ্ধের হাতিয়ার, বিভেদের হাতিয়ার আবার একই সঙ্গে কীভাবে প্রকৃত ধর্ম শেখায় মিলনের মন্ত্র ও মানুষকে ভালোবাসার অভিজ্ঞান— এই সমস্তটাই এই অধ্যায়ে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয় ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতার উৎস, তাত্ত্বিক পটভূমি, সাহিত্যে রূপায়ণ এবং কিন্নর রায়ের কথাসাহিত্যে এই জাদু-বাস্তবতা কীভাবে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। জাদু-বাস্তবতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের ভারতীয় আখ্যানরীতির যে বৈশিষ্ট্য যেখানে গাছ কথা বলে এমনকি হাতি, ঘোড়া, হরিণ, খরগোশ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র এরা সবাই কথা বলে অর্থাৎ এই যে সর্ববস্তুতে জীবন, সর্ববস্তুতে প্রাণ— যা ভারতীয় চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যকেও খোঁজা হয়। প্রাচ্যের যে মায়াজগত, হওয়া না হওয়ার মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব— সবটাই এই অধ্যায়ে আলোচনায় উঠে আসে।